বছর আগে জেলা প্রশাসন একটি ব্যবহার করা যেতে পারে। | চিকিৎসকরা বলেন, সানস্ট্রোকেই মৃত্যু।

জীবিকা কেন্দ্র কৃষ্ণনগরে, পরিষেবা মোবাইলেও

অমিতকুমার ঘোষ: কৃষ্ণনগর, ২৯ আগস্ট— বাড়িতে জরুরি প্রয়োজনে কোনও মিস্ত্রির দরকার পড়লে তা হঠাৎই অনেক সময় পাওয়া যায় না। মিস্ত্রির অভাব না থাকলেও অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের সন্ধান পাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যার হয়ে দাঁড়ায়। তবে এখন এই সমস্যার নিরসনে এগিয়ে এসেছে কৃষ্ণনগর পুরসভা। পুরসভার উদ্যোগে তৈরি হয়েছে এক নগর জীবিকা কেন্দ্রে। এখান থেকেই মিস্ত্রি থেকে শুরু করে নানা ধরনের পরিষেবা পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে। কৃষ্ণনগর শহরের বাসস্ট্যান্ডের কাছেই জেল রোডে ফ্লাড সেন্টারের তিনতলায় এই নগর জীবিকা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছে 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বহুমুখী পরিষেবা প্রদান কেন্দ্র'। এখানে কলের মিস্ত্রি, বিদ্যুতের মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, ছুতোর মিস্ত্রির পাশাপাশি আয়া, নার্স, বিউটিশিয়ান, ফিজিওথেরাপিস্ট, গৃহশিক্ষক, গাড়িচালক, বাড়ির কাজের লোক-সহ বিভিন্ন কাজের মানুষের সন্ধান পাওয়া যাবে। যে কোনও মানুষ সরাসরি জীবিকা কেন্দ্রে গিয়ে এই সংবাদ পেতে পারেন। আবার জীবিকা কেন্দ্রের নম্বরে ফোন করেও তার সন্ধান পেতে পারেন। কেন্দ্রের ৯৪৭৪৭৫২১৭৬ নম্বরে যে কেউ ফোন করতে পারেন। কৃষ্ণনগর পুরসভার চেয়ারম্যান অসীম সাহা জানিয়েছেন, 'এই নম্বরটিতে চব্বিশ ঘণ্টাই ফোন করা যাবে। এবং তথ্য পাওয়া যাবে। এছাড়াও কৃষ্ণনগর পুরসভার হোয়াইটস অ্যাপ নম্বর ৭৭৯৭৭১৭৭৭৪-এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।' এজন্যে নির্দিষ্ট কাজের লোকেদের নাম নথিভুক্ত করা হচ্ছে। তাঁরা সেই কাজের উপযুক্ত কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর ফলে মানুষ যেমন পরিষেবা প্রদানকারী ব্যক্তির সন্ধান পাবেন, তেমন জীবিকার সন্ধানও পাবেন অনেকেই।

যোগ আছে কি না তাও পুলিস ... যেতেই অনেকের সন্দেহ ... করেন। সন্ধ্যজনক রসুল এখন

পৃষ্ঠা – ৬

আজকাল ৩০ শে আগস্ট ২০১৬

From. DICO, Nadia
30.08.2016

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

স্টাফ রিপোর্টার, কৃষ্ণনগর: ডিসেম্বর মাসের পর কল্যাণী থেকে কোনও রোগীকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করতে হবে না। শনিবার কল্যাণীর জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতাল পরিদর্শন করে এমনটাই জানালেন, হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান মুকুল রায়। শুধু তাই নয়, কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতাল ও গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালকে এক করে একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। ইতিমধ্যেই জেএনএম হাসপাতালের মতো গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালকেও রাজ্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পকে দ্রুত বাস্তবায়িত করার জন্য এদিন কল্যাণীতে জরুরি বৈঠক করেন মুকুল রায়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, রাজ্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভবতোষ বিশ্বাস, দুই হাসপাতালের সুপার ও অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন মুকুল রায় জানান, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ইতিমধ্যেই গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালে আধুনিক মেশিনপত্র আনা হয়েছে। এখানে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি হলে এখানে নিউরো সার্জারি-সহ সবধরনের সার্জারি হবে।"

পৃষ্ঠা - ২

সংবাদ প্রতিদিন ২৮ শে আগস্ট ২০১৬

From, DI & CO, Nadia
29.08.2016